ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকার: টিআইবির সুপারিশমালা

৩০ নভেম্বর ২০২৩

প্রেক্ষাপট

- ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ একটি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ থেকে পরবর্তী ৫২ বছরে দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও বাংলাদেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে।
- স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান গণতান্ত্রিক-প্রক্রিয়া এবং অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করেছে। দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট কর্তৃক একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।
- উক্ত রূপরেখায় স্বাক্ষর করার মাধ্যমে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, সার্বভৌম সংসদ গঠন, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অঙ্গীকার করেছিলো।
- পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতির ফলে বারবার গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

প্রেক্ষাপট...

- আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশগ্রহণমূলক, ও দুর্নীতিমুক্ত শাসন-প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের জনপ্রত্যাশা পূরণ হয়নি।
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যতীত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার অগ্রগতি এবং টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।
- বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায়-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে টিআইবির নিয়মিত গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ-সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার/গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি ও এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি কর্তৃক এই সুপারিশমালা প্রস্তাব ও উপস্থাপন।

সুপারিশমালা প্রণয়নে অনুসৃত প্রক্রিয়া

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চায় রাজনৈতিক অঙ্গীকার-বিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থ-সামজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নোক্ত নথিপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রতিবেদন
- প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার
- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন-বিষয়ক টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রস্তাবিত সুশারিশমালা
- প্রাসঙ্গিক আইন, গণমাধ্যমের সংবাদ, প্রবন্ধ ও পুস্তক।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন

সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিবেচ্য বিষয়সমূহ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচার চর্চা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান গঠণতন্ত্র, ঘোষণাপত্র বা ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রণীত সুপারিশমালায় যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো–

১. আইনের শাসন
২. গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
৩. রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ
৪. স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধাচার চর্চা নিশ্চিতকরণ
৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থবহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন
৭. শক্তিশালী, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার
৮. সংগঠন করা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা
৯. পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধ

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকারে টিআইবির সুপারিশমালা

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

১. **সংসদীয় ব্যবস্থায় সংস্কার:** সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও গণভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই সাপেক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২. **প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ:** সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করতে হবে।

৩. **প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা:** সুষ্ঠু, দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে সংসদীয় ও সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করতে হবে।

৪. **সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ:** সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিজ দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ব্যতীত, অন্যান্য আইন প্রণয়নসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ দল সম্পর্কে সমালোচনা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ...

৫. **স্পিকারের ভূমিকা:** সংসদীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থে স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করতে হবে।

৬. **সংসদ সদস্য আচরণ আইন প্রণয়ন:** সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের আচরণ এবং তাদের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে "সংসদ সদস্য আচরণ আইন" প্রণয়ন করতে হবে।

৭. **কার্যকর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন–**

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বিশেষত সরকারি হিসাব; আইন, বিচার ও সংসদ; অর্থ; বাণিজ্য; স্বরাষ্ট্র; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
- কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে সেই কমিটি থেকে তার সদস্যপদ বাতিলের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কমিটিসমূহের নিয়মিতভাবে সভা করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলা এবং এক্ষেত্রে স্পিকারের এখতিয়ারের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- সকল স্থায়ী কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ...

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চা

৮. রাজনৈতিক দলের সকল প্রকার গৃহীত অনুদান, আয়-ব্যয়, বিশেষ কার্যক্রমভিত্তিক সংগৃহীত অর্থ ও ব্যয়, প্রচারণাসহ নির্বাচনী ব্যয়, মনোনয়ন কেন্দ্রিক আর্থিক লেনদেনকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে।

৯. রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রকার আর্থিক লেনদেন সুনির্দিষ্ট ব্যাংক/মোবাইল আর্থিক সেবা হিসাবের মাধ্যমে করতে হবে।

১০. রাজনৈতিক দলসমূহ তাদের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার পাশাপাশি সকলের জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১১. রাজনৈতিক দলসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে দলের কেন্দ্রীয়/নীতি-নির্ধারনী পর্যায়ের নেতাদের সম্পদের হিসাব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১২. রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখা এবং এ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১৩. দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দলের কোনো পদে না রাখা ও নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ...

১৪. রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা ও সুশাসন বজায় রাখতে এবং নতুন নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে দলের গঠনতন্ত্র অনুসারে দলের সকল পর্যায়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক-প্রক্রিয়ায় এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব বাছাই/কমিটি গঠন করতে হবে।

১৫. রাজনৈতিক দলগুলো গঠনতন্ত্র অনুসারে নিয়মিতভাবে সকল স্তরের কর্মী-প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে এবং সম্মেলনে দলীয় কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় সর্ম্পকে কর্মীদের অবহিত করা ও মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১৬. "গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯" অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ এবং নির্বাচনে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করতে হবে; এ ছাড়া নির্বাচনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭. দক্ষ ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন ও দলের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সংশ্লিষ্টতা ও অবদানকে যথাযথ প্রাধান্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের প্রাথমিক তালিকা সংগ্রহ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক প্রার্থী চূড়ান্ত করতে হবে।

১৮. প্রতিটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে না পারলে বিরোধী দল হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি ছায়া সরকার গঠন করবে; ছায়া সরকারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও আইন/নীতি প্রণয়ন-প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও এর গঠনমূলক সমালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে বিকল্প প্রস্তবনা প্রদান করবে।

নির্বাচনী শুদ্ধাচার চর্চা

১৯. **নির্বাচনকালীন সরকারের ভূমিকা:** নির্বাচনকালীন সরকার এবং অন্যান্য সকল অংশীজন বিশেষ করে প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত নির্বাচনকালীন ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক/আইনি সংস্কার করতে হবে।

২০. **নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ:** অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কমিশন গঠনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সকল কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক গণশুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. **নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০২৩-এর ৯১ (এ) সংশোধনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সংকুচিত করার এই ধারা পরিবর্তন করতে হবে।

নির্বাচনী শুদ্ধাচার চর্চা...

২২. **নির্বাচনী আচরণ বিধি:** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেইং ফিল্ড) নিশ্চিতে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণের নির্বাচন কেন্দ্রিক আচরণ বিধি সুস্পষ্ট করা এবং সকল দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. **নির্বাচনী পরিবেশ পরিবীক্ষণ:** তফসিল ঘোষণা থেকে নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিবেশ পরিবীক্ষণ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সকল দলের প্রার্থী ও কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

২৪. **নির্বাচনকালীন ব্যয় পর্যবেক্ষণ:** নির্বাচনকালে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্রে বর্ণিত সম্পদ বিবরণী ও নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; নির্ধারিত ব্যয়সীমা লঙ্ঘনে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৫. নির্বাচনে "না" ভোটের পুনঃপ্রচলন করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২৬. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ–

- মাসদার হোসেন মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে।
- অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

২৭. উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ ও অপসারণ: উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট আইনি সংস্কার করা। সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

২৮. শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা: আর্ন্তজাতিক উত্তম চর্চা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে বিচারক এবং অ্যার্টনি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

২৯. বিচার বিভাগের নিয়োগ, পদায়ন, বদলিসহ বিচারিক-প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

আইনের শাসন...

শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩০. কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য–

- আইনে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত অনুসরণ করতে হবে।
- পেশাগত জীবনে মানবাধিকার রক্ষা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে হবে।
- নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক গণশুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩১. তদন্তের এখতিয়ার প্রদান: বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড, গুমসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এখতিয়ার প্রদান করতে হবে।

আইনের শাসন...

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৩২. **পুলিশ আইন প্রণয়ন:** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে আধুনিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে যুগপোযোগী পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩৩. **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিত করা:** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনিয়ম ও দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বাইরে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে।

৩৪. **পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন:** পুলিশের সকল পর্যায়ে নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

৩৫. **সরকারি চাকরি আইন সংশোধন:** সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮–তে "সরকারি" শব্দটির পরিবর্তে "প্রজাতন্ত্র" শব্দটি প্রতিস্থাপন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারে সরকারের অনুমতি গ্রহণের বিধান (ধারা ৪১ এর ১) বাতিল করাসহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য অন্তরায় ও বৈষম্যমূলক ধারা সংশোধন করতে হবে।

৩৬. **সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধির হালনাগাদকরণ:** জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতাসহ সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে "সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯"–কে হালনাগাদ করতে হবে।

৩৭. **জনপ্রশাসনের বিরাজনীতিকরণ:** রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি না দিয়ে, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান। সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে অবসরের ৩ বছর অতিবাহিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার বিধান কার্যকর করতে হবে।

৩৮. **সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষা ও পুরস্কার:** দুর্নীতি প্রতিরোধে সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করে থাকে এমন সরকারি কর্মচারীদের হয়রানি বন্ধ করতে আইনি বিধান কার্যকর করা। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান বন্ধ করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

৩৯. **দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ:** দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)-এর চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে–

- আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে।
- বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
- বাছাই-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪০. **আইনি সংস্কার:** দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে খর্ব করে আইনের এমন সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করতে হবে (যেমন– সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; আয়কর আইন, ২০২৩)

৪১. **দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুদকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা দুদক সচিবের নিকট থেকে সরিয়ে কমিশনের হাতে ন্যস্ত করতে দুদকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ বাতিল করতে হবে। দুদকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালক হতে উচ্চ পদসমূহে প্রশাসন ক্যাডার থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন বন্ধ করতে হবে।

৪২. **স্বার্থের দ্বন্দ আইন প্রণয়ন:** সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে "স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন" প্রণয়ন করতে হবে

৪৩. **জনপ্রতিনিধি ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব:** জনপ্রতিনিধি ও প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে, প্রতি বছর তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৪৪. নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ সংস্থার গঠন, নিবন্ধন এবং ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪৫. বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এর যে সকল ধারা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বিশেষ করে মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তা বাতিল করতে হবে।

৪৬. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে খসড়া "প্রেস কাউন্সিল আইন, ২০১৯" পাশ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪৭. গণমাধ্যম কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা ও মত প্রকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে খসড়া "গণমাধ্যম-কর্মী (চাকুরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮" পাশ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য অধিকার

৪৮. তথ্য কমিশনার নিয়োগ-প্রক্রিয়া দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে–

- আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি অনুসরণ;
- বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ;
- বাছাই-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪৯. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আপীল কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে আইনের সংশোধন করতে হবে।

৫০. তথ্য কমিশনের পূর্ণাঙ্গ জনবল-কাঠামো প্রস্তুত এবং জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য "অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩" বাতিল করতে হবে।

৫২. অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে "তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১"–এর যথাযথ সংস্কার ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত সুরক্ষা

৫৩. “ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩”– এ আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে “ব্যক্তিগত তথ্যের” সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, বাক্স্বাধীনতা ও ভিন্নমত নজরদারির সুযোগ রয়েছে, এমন ধারা সংশোধন করতে হবে; প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

৫৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানে এবং এ-সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

৫৫. “সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩”–এর যে সকল ধারা মানবাধিকার বিরোধী ও তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে সর্ম্পকহীন এবং ব্যাখ্যার বা অর্থের অস্পষ্টতা রয়েছে, সেই সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

৫৬.স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন: স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে।

৫৭. আইনি সংস্কার: স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে। সকল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৫৮.আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ও তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। নিজস্বভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রবিধান রেখে আইনি সংস্কার করতে হবে।

৫৯. **ব্যাংকিং কমিশন গঠন:** ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাত-সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন এবং কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

৬০. **ব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সকল ব্যাংকের পরিচালক, চেয়ারম্যান নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা প্রণয়ন করা; যেখানে ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান কমিটির গঠন এবং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরিচালক নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৬১. **অর্থ পাচার রোধ:** সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ। যে সকল দেশে অর্থ পাচার হয়েছে, সেই সকল দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আইনি সহায়তা জোরদার করতে হবে। আমদানি ও রপ্তানির আড়ালে পণ্যের অতিমূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন করে অর্থ পাচার রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬২. **মালিকানার স্বচ্ছতা আইন:** ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে মালিকানার স্বচ্ছতা ও খেলাপি ঋণ এবং অর্থ পাচার রোধে "মালিকানার স্বচ্ছতা আইন (বেনেফিসিয়াল ওনারশিপ অ্যাক্ট)" প্রণয়ন এবং একই সঙ্গে বৈদেশিক লেনদেনে নজরদারি করতে "দ্যা কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)"– এর মাধ্যমে দেশ-বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬৩. **মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সক্ষমতা:** মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে; এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

৬৪. **সরকারি ক্রয়ে ইজিপি ব্যবহার:** সরকারি ক্রয়-ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল দরপত্র ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে হবে এবং উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র-পদ্ধতিতে মূল্যসীমার বিধান বাতিল করতে হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার

৬৫. **শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাজেট বৃদ্ধি:** মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আর্ন্তজাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ যথাক্রমে জিডিপির ন্যূনতম ৬ শতাংশ ও ৫ শতাংশ করতে হবে।

৬৬. **অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন:** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সুফল সকলের নিকট বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য ও সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৬৭. **ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন:** বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মীতা ও সহযোগিতার সংস্কৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন করতে হবে।

৬৮. **দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা:** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর ওপর সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি দক্ষ বাজার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬৯. **আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি:** বাংলাদেশে বসবাসরত সকল "নৃ-গোষ্ঠী"/জাতিসত্তাকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার এবং তাদের মৌলিক অধিকারসহ সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতে সংখ্যালঘু কমিশন/আদিবাসী কমিশন গঠন করতে হবে।

৭০. **বৈষম্য-বিরোধী আইন:** সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর এবং অর্ন্তভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে "বৈষম্য-বিরোধী আইন" দ্রুত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

৭১. বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমন-বিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সঙ্গে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে; এ খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭২. জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে একটি "ইন্ট্রিগ্রেটেড এনার্জি এন্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি)" প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থ-ঋণ, বিমা বা অনুদান নয় বরং ক্ষতিপুরণ হিসেবে প্রদানের দাবি জোরদার করতে হবে।

৭৪. বায়ু, পানি ও শব্দসহ সকল ধরনের পরিবেশ দূষণ রোধ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।

৭৫. বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭৬. অর্থের অপচয় ও অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডসহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ধন্যবাদ